দৈনিক জনকণ্ঠ

১২/১১/২০০৩
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ২

২০ হাজার স্কুলের রেজিস্ট্রেশন নেই

নূরুল মোমেন

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে দেশের কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা। দি রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিন্যান্স ১৯৬২ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ফলে শহরের ইংরেজী স্কুল, গ্রামের বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করার কথা। কিন্তু দেশের প্রায় ২০ হাজার কিন্ডার গার্টেন, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল, বাংলা মাধ্যম স্কুলসহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে কি বিষয় পড়ানো হয় তাও সরকার জানে না। ইংরেজী শিক্ষার নামে স্কুলগুলোতে এমন কিছু বই পড়ানো হয় যা দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। ১৯৯৯ সালের ৮ জুন এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব স্কুলগুলোর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

কোন নীতিমালার ভিত্তিতে স্কুলগুলোকে অনুমোদন দেয়া হবে, তাও ঘোষণা করা হয়। তার পর প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অনুমোদন দেয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। স্বল্পসংখ্যক স্কুল দরখাস্ত জমা দিলেও অধিকাংশ স্কুল এ ব্যাপারে কোন সাড়া দেয়নি। ফলে বেসরকারী শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরেই রয়েছে গেছে। কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জানান, তাঁদের সদস্য কোন স্কুল সরকারী এ অধ্যাদেশের আওতায় রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি এবং ১৯৮৯-এর অধীনে সহজ শর্তে দেশের সকল বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যম কিন্ডার গার্টেন ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান চালুসহ ১৩ দফা দাবি সংবলিত একটি দাবিনামা শিক্ষা সচিবের কাছে পেশ করেছেন বলেও তাঁরা জানান। দেড় শতাধিক ইংরেজী মাধ্যমে স্কুলসহ প্রায়

স্কুলগুলোতে কি বিষয় পড়ানো হয় তা সরকার জানে না। ইংরেজী মাধ্যমে কিছু বই পড়ানো হয়, যা দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী

সাড়ে তিন হাজার স্কুল কিন্ডার গার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। এ্যাসোসিয়েশনভুক্ত কিন্ডার গার্টেনগুলোর মান সম্পর্কে কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা আশাবাদ ব্যক্ত করলেও অভিভাবকদের মধ্যে তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে রয়েছে চরম হত্যাশা। অভিভাবকরা জানান, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলোতে সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতার অভাবে শিশুরা সমমনের শিক্ষা পাচ্ছে না। কোন কারণে যখন শিশুদের স্কুল পরিবর্তন করতে হয় তখনই তাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের সন্তানদের সাধারণ শিক্ষা যথাযথভাবে হয়নি। শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কেও রয়েছে অভিভাবকদের অভিযোগ। কিছু কিছু স্বনামধন্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের পাশাপাশি নতুন গজিয়ে উঠা ইংরেজী স্কুলগুলোর খরচ সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে। বেশিরভাগ ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের বেতন ২০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে।

প্রায় প্রতিটি দেশেই ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বা প্রাথমিক স্তরে একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকে। যা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর পিছনে বার্ষিক খরচ চার হাজার টাকা। যা একটি কিন্ডার গার্টেন ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের এক মাসের খরচের সমান। শুধু শহরেই নয়, সারা দেশে এখন ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেনের মাসিক বেতন ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। জেলা শহরে বেতন বেশি। ঢাকা শহরে প্রচুর কিন্ডার গার্টেন আছে যেখানকার বেতন ২০০০ টাকার বেশি। যেসব অভিভাবকদের সঙ্গতি আছে তাঁদের পাশাপাশি যাঁদের সঙ্গতি নেই তাঁরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হন। একজন মধ্যম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী তাঁর বেতনের চেয়ে বেশি টাকা বেতন দিয়ে তার সন্তানকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়ান। সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে এভাবেই অসম প্রতিয়োগিতায় মেতে উঠেছে অনেকেই।